সহনশীলতার ফযীলত

30 April 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

সহনশীলতার ফযীলত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ পাকের ফযীলত ৪
বয়ান শোনার নিয়্যত ৫
সহ্য করার ক্ষমতা হোক তো এমন! ৬
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ধৈর্য ও সহনশীলতা ৮
সহনশীলতার অর্থ কী? ৯
শয়তান কী চায়? ১০
সহনশীলতা এবং ক্ষমা করার ফযীলত ১২
শয়তানের কুমন্ত্রণা! ১৪
(১) ক্ষমা করা সামর্থ্য থাকার পরেই হয়! ১৫
(২) অত্যাচারীকেও দোয়া দিলেন ১৫
(৩) গোলাম আযাদ করে দিলেন ১৬
সহনশীল হওয়ার জন্য রাগ থেকে বাঁচুন! ১৭
রাগের চিকিৎসা ১৯
নেক আমল নাম্বার ১৪ এর উৎসাহ: ২০
নখ কাটার সুন্নাত ও আদব ২১
ঘোষণা: ২২
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া ২৩
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: ২৩
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: ২৩
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: ২৪

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: ২৪
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: ২৪
(৬) দরূদে শাফায়াত: ২৫
(১) এক হাজার দিনের নেকী ২৫
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: ২৫
নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব ২৬
হাঁচি আসার সময়ের দোয়া ২৬
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ২৭
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: ২৮
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী ৩০
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল ৩০
মাসিক ৪টি নেক আমল ৩১
বার্ষিক ৩টি নেক আমল ৩১
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া ৩১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ পাকের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ

অর্থাৎ: তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদ পাক পড়ো, কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।

(মু'জামে কবীর, ৩/৮২, হাদীস: ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা সহনশীলতা সম্পর্কে বয়ান শুনব। হাদীসে মুবারাকায় সহনশীলতা এবং ক্ষমা করার যে ফযীলত এসেছে, তাও বর্ণনা করা হবে। আল্লাহওয়ালাদের সহনশীলতার কিছু ঘটনাও বর্ণনা করা হবে। সহনশীলতার মূল সম্পর্ক হলো রাগ নিয়ন্ত্রণের সাথে, সুতরাং রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার কিছু পদ্ধতিও বর্ণনা করা হবে। আসুন! সবার আগে একটি ঘটনা শুনি:

সহ্য করার ক্ষমতা হোক তো এমন!

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইসলাম কবুল করার জন্য মানুষ উপস্থিত হতো। একদিন ইয়ামেনী বাদশাহদের বংশধর থেকে 'ওয়াইল বিন হুজর' একটি প্রতিনিধি দলের হয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইসলাম কবুল করার জন্য উপস্থিত হলেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাদের জানালেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন দিন আগেই তোমাদের আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন, তাদের জন্য নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দিলেন, নিজের কাছে বসালেন, পবিত্র মিম্বর থেকে তাদের জন্য প্রশংসামূলক বাক্য ইরশাদ করলেন, বরকতের দোয়া করলেন এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে তাদের থাকার স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিলেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তখন যুবক ছিলেন, তিনিও মক্কার এক সর্দারের সাহেবজাদা ছিলেন, কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্যের বরকতে স্বভাবে সর্দারী আভিজাত্য ছিল না। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম পাওয়ামাত্র আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তৎক্ষণাৎ ওয়াইল বিন হুজরের সাথে রওয়ানা হলেন। ওয়াইল বিন হুজর উটনীর উপর আরোহন করলেন আর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পাশে থেকে পায়ে হেঁটে চলছিলেন। যেহেতু গরম খুব বেশি ছিল, তাই কিছুক্ষণ হাঁটার পর তিনি ওয়াইল বিন হুজরকে বললেন: গরম অনেক বেশি, এখন তো আমার পা ভেতর থেকে জ্বলতে শুরু করেছে। আপনি আমাকে আপনার পেছনে আরোহন করে নিন।

ওয়াইল বিন হুজর কড়াভাবে নিষেধ করে দিলেন। এতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: কমপক্ষে আপনার জুতো জোড়াই পরিধান করতে দিন, যাতে আমি গরম থেকে বাঁচতে পারি। ওয়াইল বিন হুজর বললেন: তুমি ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা বাদশাহদের পোশাক পরতে পারবে। তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি আমার উটনীর ছায়ায় (Shadow) চলতে থাকো। তা শুনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসাধারণ সহনশীলতার পরিচয় দিলেন এবং মুখে কোনো উত্তর দিলেন না। এক সময় এমন আসলো যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পুরো সিরিয়ার গভর্নর হয়ে গেলেন। তখন তিনি হযরত ওয়াইল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দামেস্কে ডাকলেন। যখন তিনি দামেস্কে আসলেন, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সদাচরণ করলেন এবং অতীতের ঐ ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে হযরত ওয়াইল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজের সাথে সিংহাসনে বসালেন এবং বললেন: আমার সিংহাসন বেশি উত্তম নাকি আপনার উটনীর কুঁজ? হযরত ওয়াইল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ঐ সময় নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলাম এবং জাহেলিয়াতের প্রথা সেটাই ছিল, যা আমি করেছিলাম। এখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন এবং আপনি যা কিছু করলেন তাই হলো ইসলামের পদ্ধতি।

হযরত ওয়াইল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই নম্র আচরণের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, তিনি বলেছিলেন: হায়! আমি যদি তাঁকে আমার সামনে আরোহন করতাম।

(মু'জামু সগীর, ২/১৪৩, নাম্বার: ৯২৫। মুসনাদে বাযযার, ১০/৩৪৫, হাদীস: ৪৪৭৫। তারিখুল মদীনা মুনাওয়ারা, ২/৫৭৯। আল আসাবা, ৬/৪৬৬, নাম্বার: ৯১২০। ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়ার, পৃষ্ঠা: ১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেল; আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। ✯ ভালবাসাপূর্ণ আচরণকারী ছিলেন। ✯ বিনয় ও নম্রতায় ভরপুর ছিলেন। ✯ সবর ও সহনশীলতায় অভ্যস্ত ছিলেন। ✯ নরম অন্তর এবং দয়ালু ছিলেন। ✯ অন্যদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র ছিলেন। ✯ মন্দ আচরণের বিপরীতেও ভালো আচরণ করতেন। ✯ মন্দের বদলাও ভালো দিয়ে দিতেন। ✯ ধৈর্যশীল ছিলেন। ✯ প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দিতেন। হায়! আমরাও যেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি এবং সহনশীলতাকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করি। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ধৈর্য ও সহনশীলতা

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ্য করার ক্ষমতায় নিজের উদাহরণ নিজেই ছিলেন। যেমনটি এক ব্যক্তি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে কটু কথা বলল। কেউ একজন বলল: আপনি চাইলে একে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি বললেন: আমার এই ভেবে লজ্জা লাগে যে, আমার প্রজাদের কোনো ভুলের কারণে আমার সহ্য করার ক্ষমতা কমে যাবে। (হিলমে মুয়াবিয়া, পৃষ্ঠা:২২, নাম্বার: ১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সহ্য করার ক্ষমতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রেরণা তৈরি করা উচিত, সহনশীল হওয়া উচিত, নিজের মধ্যে নম্রতা এবং ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, অন্যদের সাথে সবসময় ভালো আচরণ করা উচিত, অন্যদের উপহার দেওয়ার অভ্যাস গড়া উচিত, এমন অভ্যাসের মাধ্যমে একদিকে যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক (Relations) শক্তিশালী এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সমাজে এক মনোরম পরিবেশ বজায় থাকে।

সহনশীলতার অর্থ কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সহনশীলতার অর্থ হলো সহ্য করা, রাগ না করা, হিতাহিত জ্ঞান না হারানো। সহনশীলতার সংজ্ঞা এভাবেও দেওয়া হয়েছে যে, রাগের সময় প্রশান্ত ও আশ্বস্ত থাকা। **(কিতাবুত তারিফাত, পৃষ্ঠা: ৬৬)**

এটি এমন এক শ্রেষ্ঠ আমল, যা পালনকারী ভাগ্যবান মুসলমানের নাম আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমনটি ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ﴿۱۳۴﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ক্রোধসংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

যেখানে অন্য এক আয়াতে মুবারকায় ক্ষমা করা এবং সবর ও সহনশীলতার শিক্ষা এভাবে দেওয়া হয়েছে; যেমনটি ১৮তম পারার সূরা নূর এর ২২ নাম্বার আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

শয়তান কী চায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল; ক্ষমা করা এবং উপেক্ষা করা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম এবং এই অভ্যাস আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শয়তান মানুষের আজন্ম শত্রু (Enemy), যেমনটি আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿۵۳﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু

শয়তান কখনো এটি সহ্য করবে না যে, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকুক। ✯ একে অপরের কল্যাণকামী হোক। ✯ একে অপরের সম্ভ্রমের হিফাযতকারী হোক। ✯ একে অপরের ভুল উপেক্ষা

করুক। ✯ ক্ষমাশীল হোক। ✯ নিজেদের হক ক্ষমা করুক। ✯ একে অপরের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখুক। ✯ একে অপরের সাথে সহযোগিতা করুক। বরং ✯ শয়তান তো এটিই চাইবে যে, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া-বিবাদ করুক। ✯ একে অপরের সম্মানে কাদা ছুড়ুক। ✯ অসভ্যতা ও নোংরা কথা বলুক। ✯ একে অপরকে গালিগালাজ করুক। ✯ যদি কেউ কাউকে একটি থাপ্পড় মারে তবে বদলে অন্যজন যেন দুটি থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। ✯ যদি কেউ কাউকে একটি ঘুষি বা লাথি মারে তবে বদলে অন্যজন যেন অনেকগুলো ঘুষি ও লাথি মারে। ✯ যদি বাচ্চার আম্মুর কোনো ভুল হয়ে যায় তবে তাকে যেন প্রাণভরে খোটা দেওয়া হয় এবং লাঞ্ছিত করা হয়। ✯ বংশের কোনো সদস্যের ভুলকে নিজের ইগোর বিষয় বানিয়ে সারাজীবনের জন্য তাকে বয়কট করা। ✯ কর্মচারী বা অধীনস্থের সামান্য ভুলে তাকে প্রাণভরে অপমান করা হোক। ✯ বড় পদমর্যাদার মুসলমান যেন অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করে ছোটদের পিঁপড়ার সমান মনে করে। মোটকথা! ✯ মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে থাকুক। এখন আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা আমাদের কার্যাবলীতে শয়তানের অনুসরণ করি নাকি আল্লাহ পাকের অনুসরণ করি। শয়তান চায় যে, মুসলমানরা সামান্য বিষয়ে কাটাকাটি বা লড়াইয়ে লিপ্ত হোক, অথচ আল্লাহ পাক এই হুকুম দিয়েছেন যে, মুসলমানরা একে অপরকে ক্ষমা করুক যাতে আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো মুসলমানের ভুল (Mistake) হয়ে গেলে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তাকে ক্ষমা করা নফসের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু যদি আমরা সহনশীলতা এবং ক্ষমার ফযীলতগুলো নজরে রাখি তবে সহনশীল হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

আসুন! সহনশীলতা এবং মানুষকে ক্ষমা করার প্রেরণা তৈরির জন্য এর ফযীলত সম্বলিত ৫টি হাদীস মুবারক শুনি:

সহনশীলতা এবং ক্ষমা করার ফযীলত

(১) প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি গুণ যে ব্যক্তির মাঝে থাকবে, আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে নেবেন এবং তাকে নিজের রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ গুণগুলো কী? ইরশাদ করলেন: (১) যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো, (২) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করো এবং (৩) যে তোমার উপর অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। **(আল মু'জামুল আওসাত, ৪/১৮, হাদীস: ৫০৬৪)**

(২) ইরশাদ করেন: ইলম শেখার মাধ্যমে আসে, সহনশীলতা কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে তৈরি হয় এবং যে কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করে তাকে কল্যাণ দেওয়া হয় আর যে মন্দ থেকে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচানো হয়।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৮/৯৮, নাম্বার: ২১৬২)

(৩) ইরশাদ করেন: পাঁচটি কাজ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সুন্নাত, তার মধ্যে একটি হলো সহনশীলতা।

(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ২/২৪, হাদীস: ৬)

(৪) ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই মানুষ ধৈর্যের কারণে রোযাদার ও ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করে। **(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ২/২৭, হাদীস: ৮)**

(৫) এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা খাদেমকে (Servant) কতবার ক্ষমা করব? তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ থাকলেন। সে পুনরায় একই প্রশ্ন করল, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারও চুপ থাকলেন। যখন তৃতীয়বার প্রশ্ন করল, তখন ইরশাদ করলেন: প্রতিদিন সত্তর (৭০) বার। **(তিরমিযী, ৩/৩৮১, হাদীস: ১৯৫৬)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: আরবীতে সত্তর (৭০) (Seventy) শব্দটি আধিক্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন তাকে অনেকবার ক্ষমা করো। এটি ঐ অবস্থায়, যখন গোলামের অজান্তে ভুল হয়ে যায়, নফসের খারাপ অভ্যাসের কারণে না হয়। আর অপরাধও মালিকের ব্যক্তিগত হতে হবে, শরীয়তের বা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অপরাধ যেন না হয়, কারণ এসব অপরাধ ক্ষমা করা হয় না। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/১৭০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের কুমন্ত্রণা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্তর (৭০) বার ক্ষমা করা উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমরা যেন নিজেদের সহনশীল করি। যত বড় ভুলই হোক না কেন, আমাদের সহনশীলতা ত্যাগ করা উচিত নয়। আজ আমরা দেখি যে, কারো ভুলের জন্য এক-আর্ধ্ববার তো ধৈর্যধারণ করা হয়, কিন্তু যদি পুনরায় ঐ ভুল হয় তবে বাড়িয়ে-চড়িয়ে বদলা নেওয়া হয় এবং কিছু নির্বোধ তো সামান্য বিষয়েই সাথে সাথে রেগে যায়, যেমন; ✯ পছন্দমতো খাবার না পেলে ✯ ছোট বাচ্চা কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলে ✯ কেউ ভুল করে আমাদের নাম্বারে কল করলে ✯ ট্রাফিক জ্যামের সময় কেউ ইমার্জেন্সির কারণে হর্ন বাজালে ✯ ইস্ত্রি ছাড়া কাপড় পেলে ✯ মসজিদের অযুখানায় অযুর সময় ভুল করে পাশের জনের ছিটা কাপড়ে পড়লে; এরপর এমন সময় শয়তানও কুমন্ত্রণা দেয় যে: "ক্ষমা করতে থাকলে তো তুমি বাঁচবে না", "যদি নরম মনের হও তবে এই দুনিয়া তোমাকে বাঁচতে দেবে না", "আজকাল উপেক্ষা করা ঠিক নয়", "ক্ষমা করার যুগ নাইরে ভাই!", "ক্ষমা করলে মানুষ মাথায় চড়ে বসে" ইত্যাদি ইত্যাদি। তো মনে রাখবেন! এমন কথায় কখনো কান দেবেন না। সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে অন্যদের ক্ষমা এই জন্যেই শুধু করবেন না যে, এর দ্বারা দুনিয়া সুন্দর হবে, বরং সহনশীলতা ও ক্ষমা তো আখিরাতকে সুন্দর করে। এই কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর অভ্যাস ছিল যে, যত বড় ক্ষতিই হতো তাঁরা সহনশীলতা ও ক্ষমার পথ ছাড়তেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! উৎসাহের জন্য বুযুর্গদের সহনশীলতা ও ক্ষমা করার তিনটি ঘটনা শুনি। যেমনটি;

(১) ক্ষমা করা সামর্থ্য থাকার পরেই হয়!

হযরত মাআমার বিন রাশিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি হযরত কাতাদা বিন দি'আমাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহেবজাদাকে জোরে একটি থাপ্পড় মারল। তিনি বিলাল বিন আবি বুরদাহ এর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন। অতএব বিলাল বিন আবি বুরদাহ থাপ্পড় মারা ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং বসরার সর্দারদেরও ডাকলেন। তারা তার কাছে ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি সুপারিশ কবুল করলেন না এবং ছেলেকে বললেন: "তুমিও তাকে ঠিক সেভাবেই থাপ্পড় মারো, যেভাবে ও তোমাকে মেরেছিল।" এবং বললেন: "বাবা! আস্তিন (Sleeves) উপরে তোলো এবং হাত তুলে জোরে একটি থাপ্পড় মারো।" সুতরাং ছেলে আস্তিন উপরে তুলল এবং থাপ্পড় মারার জন্য হাত তুলল তখন তিনি তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন: "আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করলাম, কারণ বলা হয়; ক্ষমা করা সামর্থ্য থাকার পরেই হয়।" **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ২/৫১৯)**

(২) অত্যাচারীকেও দোয়া দিলেন

"ইহইয়াউল উলূম" ৩য় খন্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একবার হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোনো মরুভূমির দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তো সেখানে তাঁর সাথে এক সিপাহীর দেখা হলো। সে বলল: তুমি কি গোলাম? বললেন: হ্যাঁ! সে বলল: জনপদ কোন দিকে?

তিনি কবরস্থানের দিকে ইশারা করলেন। সিপাহী বলল: আমি জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। বললেন: তা তো কবরস্থানই। এটি শুনে সে রেগে গেল এবং তার চাবুক তাঁর মাথায় মারল এবং তাঁকে আহত করে শহরের দিকে নিয়ে গেল। তার সাথীরা দেখলে সিপাহীকে জিজ্ঞেস করল: এটি কী হলো? সিপাহী ঘটনা বর্ণনা করল। তারা সিপাহীকে জানালো ইনি তো (যুগ প্রসিদ্ধ ওলী) হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। এটি শুনে সে ঘোড়া থেকে নামল এবং তাঁর হাত-পা চুমু খেয়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনি কেন বললেন যে, আমি গোলাম? বললেন: সে আমাকে এটি জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি কার গোলাম? বরং শুধু জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কি গোলাম? তো আমি বললাম: হ্যাঁ! কারণ আমি আল্লাহ পাকের গোলাম (অর্থাৎ বান্দা)। যখন সে আমার মাথায় মারল তখন আমি আল্লাহ পাকের নিকট তার জন্য জান্নাতের প্রার্থনা করেছি। আরয করা হলো: সে আপনার উপর অত্যাচার করল অথচ আপনি তার জন্য দোয়া কেন চাইলেন? বললেন: আমি এটি জানতাম যে, কষ্ট সহ্য করার কারণে আমি সাওয়াব পাবো, সুতরাং আমি এটি পছন্দ করিনি যে, আমি সাওয়াব পাবো আর সে আযাবে লিপ্ত হবে। **(ইহইয়াউল উলূম, ৩/২১৬)**

(৩) গোলাম আযাদ করে দিলেন

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক গোলামের হাত থেকে তাঁর কাপড়ে পানি পড়ে গেল, তো তিনি তার দিকে কড়া নজরে তাকালেন। গোলাম বলল: হে আমার মুনিব! وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ (এবং রাগ দমনকারী)। তিনি বললেন: আমি আমার রাগ সংবরণ করলাম। গোলাম পুনরায় বলল: وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল)। তিনি

বললেন: আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। গোলাম বলল: وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (এবং আল্লাহ নেককারদের ভালবাসেন)। তিনি বললেন: যাও! তুমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত এবং আমার সম্পদ থেকে এক হাজার দীনারও তোমার। **(বাহরুদ দমু', পৃষ্ঠা: ২০২। আসো কা দরিয়া, পৃষ্ঠা: ২৭৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আল্লাহর নেককার বান্দাদের চরিত্র (Manners) কতই না চমৎকার হয় যে, যদি কেউ কষ্ট দেয় তবুও রাগান্বিত হওয়া এবং প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা; এই মহামনিষীগণ তো এর বদলে তাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করতেন। অতএব আমাদের উচিত যে, আমরাও যেন এই মহামনিষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলমানদের থেকে নিজের ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করে আখিরাতের সাওয়াবের হকদার হই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সহনশীল হওয়ার জন্য রাগ থেকে বাঁচুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বভাবের পরিপন্থী কোনো বিষয় হলে হিতাহিত জ্ঞান না হারানো এবং ধৈর্যধারণ করাও সহনশীলতার অন্তর্ভুক্ত। আজকের যুগে সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া নিশ্চয়ই হিম্মতের কাজ। কারণ আমাদের স্বভাবে রাগ শিকড় গেড়েছে। সামান্য বিষয়ে ভ্রু কুঁচকানো, আপেক্ষিকতা হারানো, অনর্থক বকবক করা, নোংরা কথা দিয়ে মুখকে অপবিত্র করা এবং মারপিট করতে কোমর বাঁধা; এই সবই

আমাদের সমাজে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এর একটি মৌলিক কারণ হলো রাগকে নিয়ন্ত্রণ না করা।

মনে রাখবেন! রাগ এমন এক আগুন, যা নেভার পর মানুষকে পুড়ে যাওয়া দালানের মতো জনশূন্য ও বেকার করে রেখে যায়। অহেতুক রাগ শেষ হওয়ার পর আফসোস এবং লজ্জা মানুষকে ঘিরে ধরে। সহনশীল হতে এবং এর ফযীলত পাওয়ার জন্য রাগের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control) রাখা অত্যন্ত জরুরী। অনেক মন্দের জন্ম দেওয়ার পাশাপাশি এটি আখিরাতের জন্যও অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। ✯ মানুষকে অনেক গুনাহে লিপ্ত করতে পারে। ✯ মারধরের প্রতি উসকে দেয়। ✯ অন্যদের সম্ভম হানীর কারণ হয়। ✯ অশ্লীল কথা এবং মন্দ কথা বলতে প্ররোচিত করে। ✯ অন্যদের ঘৃণার কারণ হয়। ✯ অন্যদের হক নষ্ট করার কারণ হয়। ✯ হকদারকে তার হক দেওয়া থেকে বিরত রাখে। ✯ মানুষের জাহির ও বাতিনের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। ✯ ভালবাসা শেষ করে দেয়। ✯ দূরত্ব বাড়ায়। ✯ গভীর ও শক্তিশালী সম্পর্কও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ✯ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে। ✯ স্নেহ ও দয়ার মতো শ্রেষ্ঠ গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ✯ অনেক মন্দ বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

মনে রাখবেন! খুব বেশি রাগান্বিত হয়ে শক্ত জিনিস ভেঙে ফেলা, শক্তিধরদের কুপোকাত করা এবং অন্যদের নিজের রাগের দ্বারা ভয় দেখানো, এটি বীরত্ব নয় বরং রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বীরত্ব। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাগ দেখানোর ক্ষমতা

থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে নিজের সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন।

(কানযুল উম্মাল, ৩/১৬৩, হাদীস: ৭১৬০। রাগের চিকিৎসা, পৃষ্ঠা: ১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাগের চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সহনশীলতাকে গ্রহণ করতে এবং রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জরুরী যে, রাগের ধ্বংসাত্মক দিকগুলোও নজরে রাখা হয়, কারণ ✯ রাগই অধিকাংশ মন্দের কারণ। ✯ দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ। ✯ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক (Divorce)-এর কারণ। ✯ পারস্পরিক ঘৃণাকে উসকে দেয়। ✯ অন্যায় হত্যাকাণ্ডের কারণ হয়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যখন কারো উপর রাগ আসে, মারধর ও ভাঙচুর করার ইচ্ছা হয়, তখন নিজেকে এভাবে বুঝান; অন্যদের উপর আমার যদি কিছুটা ক্ষমতা থেকেও থাকে তবে তার চেয়ে অসীম গুণ বেশি ক্ষমতা আল্লাহ পাক আমার উপর রাখেন। আমি যদি রাগে কারো মনে কষ্ট দিই বা হক নষ্ট করি তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের গযব থেকে আমি কীভাবে নিরাপদ থাকব?

(রাগের চিকিৎসা, পৃষ্ঠা: ১৫)

রাগের একটি চিকিৎসা এও যে, রাগ উদ্রেককারী কথায় আল্লাহওয়ালাদের পদ্ধতি এবং তাদের ঘটনাসমূহ অন্তরে পুনরাবৃত্তি করা। আসুন এই ধরণের তিনটি ঘটনা শুনি:

(১) কোনো এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কটু কথা বলল। তিনি মাথা নিচু করে নিলেন এবং বললেন: তুমি কি চাও আমি রাগান্বিত হই এবং শয়তান আমাকে অহংকার ও ক্ষমতার দম্ভে লিপ্ত করুক, আমি তোমাকে জুলুমের লক্ষ্যবস্তু বানাই আর কিয়ামতের দিন তুমি আমার থেকে এর বদলা নাও? তা আমার দ্বারা কখনো হবে না। এই বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২/৫৯৭। রাগের চিকিৎসা, পৃষ্ঠা: ১২)

(২) কোনো এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে গালি দিল। তিনি বললেন: যদি কিয়ামতের দিন আমার গুনাহের পাল্লা ভারী হয় তবে তুমি যা বললে আমি তার চেয়েও অধম; আর যদি আমার ঐ পাল্লা হালকা হয় তবে তোমার গালির কোনো পরোয়াই আমার নেই।

(ইত্তিহাফুস সাআদাত, ৯/৪১৬। রাগের চিকিৎসা, পৃষ্ঠা: ১২)

(৩) কোনো এক ব্যক্তি হযরত শাআবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে গালি দিল, তিনি বললেন: যদি তুমি সত্য বলো তবে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করুক আর যদি তুমি মিথ্যা বলো তবে আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করুক। **(ইহইয়াউল উলূম, ৩/২১২। রাগের চিকিৎসা, পৃষ্ঠা: ১৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নাম্বার ১৪ এর উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মধ্যে ধৈর্য ও সহ্য করার ক্ষমতা তৈরি করতে এবং রাগের অভ্যাস ছাড়তে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি

পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন। দাওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ "নেক আমল"-এর পুস্তিকা পূরণ (Fill) করা, শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে নেক আমল নাম্বার ১৪ হলো: "আজ কি আপনি (ঘরে বা বাইরে) কারো উপর রাগ আসলে চুপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন, নাকি বলে ফেলেছেন?" প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা রাগের মতো মন্দ অভ্যাস থেকে বাঁচতে পারি এবং নিজের মধ্যে ধৈর্য ও সহ্য করার ক্ষমতা তৈরিতে সফল হতে পারি। এছাড়া আরও অনেক নেক আমল প্রশ্নোত্তর আকারে এই পুস্তিকায় বিদ্যমান রয়েছে, যার উপর আমল করে আমরা সহজেই নেকী করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে সফল হতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক নসীব করুক। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে নখ কাটার কিছু মাদানী ফুল শুনি। ☆ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। হ্যাঁ, যদি বেশি বড় হয়ে যায় তবে জুমার অপেক্ষা করবেন না। **(দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮)** সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তী

জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং অতিরিক্ত তিন দিন অর্থাৎ দশ দিন পর্যন্ত। এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে তবে রহমত আসবে এবং গুনাহ চলে যাবে। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮। বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, পৃষ্ঠা: ২২৫, ২২৬)** ✯ হাতের নখ কাটার বর্ণিত পদ্ধতির সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি: প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে কনিষ্ঠা (অর্থাৎ ছোট আঙ্গুল) পর্যন্ত নখ কাটবেন কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেড়ে দেবেন। এখন বাম হাতের কনিষ্ঠা (অর্থাৎ ছোট আঙ্গুল) থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলিসহ নখ কেটে নিন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটুন।

(দুররে মুখতার, ৯/৬৭০। ইহইয়াউল উলূম, ১/১৯৩)

ঘোষণা:

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়তি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৩০ এপ্রিল ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✯ পায়ের নখ কাটার কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বর্ণিত নেই, উত্তম হলো; ডান পায়ের কনিষ্ঠা (অর্থাৎ ছোট আঙ্গুল) থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত নখ কাটা, এরপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে শুরু করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত নখ কাটা। **(দুররে মুখতার, ৯/৬৭০। ইহইয়াউল উলূম, ১/১৯৩)** ✯ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নখ কাটা মাকরূহ। **(আলমগিরী, ৫/৩৫৮)** ✯ দাঁত দিয়ে নখ কাটা মাকরূহ এবং এতে শ্বেত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **(প্রাগুক্ত)** ✯ নখ কাটার পর সেগুলো দাফন করে দিন এবং যদি সেগুলো ফেলে দেন তবুও কোনো সমস্যা নেই। **(প্রাগুক্ত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচি আসার সময়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "হাঁচি আসার সময় যে দোয়া পাঠ করা হয়" তা মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। **(খাযিনায়ে রহমত, পৃষ্ঠা: ৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (<) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করিনি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد